দৈনিক বাংলা

তারিখ ০৪ JUN 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

গণশিক্ষা ঃ লালমনিরহাট

কাজী ফরিদ আহাম্মদ

বাংলাদেশ বিশ্বের গরীবতম দেশগুলোর অন্যতম এবং শিক্ষার পশ্চাৎপদ একটি দেশ। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্তরায়। বিজ্ঞজন সমর্থিত যে, উন্নয়নের মূল চাবিকাঠিই শিক্ষা। যে দেশ শিক্ষায় যতবেশী উন্নত সে দেশ উন্নয়নে ততবেশী ক্ষমতাশালী। তৃতীয় বিশ্বের বর্তমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে মানব সম্পদের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী যথার্থভাবেই শিক্ষাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে 'দিল্লী ঘোষণায়' বাংলাদেশকে নিরক্ষরতা-মুক্ত এবং ২,০০০ সালের মধ্যে ৬২% শিক্ষার হার অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' নামে নতুন বিভাগ। দেশের প্রায় ৪ কোটি নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করার কঠিন দায়িত্ব এ বিভাগটির উপর ন্যস্ত হয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও সচেতন করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। নতুনভাবে সাজানো হয়েছে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম প্রকল্প'। ২,০০০ সালের মধ্যে দেশের ৬২% নিরক্ষর লোককে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

সরকারের এ মহতি পদক্ষেপকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে দেশের উত্তর জনপদের সবচাইতে অবহেলিত ও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ লালমনিরহাট জেলাবাসী। নয় লক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রায় ২,৬৮,১৩০ জন নিরক্ষরের বোঝা কাঁধে নিয়ে এ জেলাটি প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। মানুষগুলো বাঁচতে চায়। তারা কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত হতে চায়। শিক্ষা গ্রহণে এদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। যদিও অনেকেই এদেরকে অলস বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তারা অলস থাকতে চায় না—চায় তাদের সার্বিক উন্নয়ন।

১৯৯৩ সালের মার্চ মাস থেকে এ জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত হুইপ অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান মিয়া, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, সুধীসমাজ, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, ছাত্র-জনতা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, আনসার, ভিডিপি, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন এবং জেলা প্রশাসন পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে বিভিন্ন সভা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। অত্যধিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সমাজকর্মিগণ। ফলে জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও ক্লাব সংগঠনে ৪২১টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে চালু হয় সর্বাধিক সংখ্যক কেন্দ্র। জেলার শিক্ষিত সমাজ, নিরক্ষর নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষাদান ও গ্রহণের চরম উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কোন সুনির্দিষ্ট কোর্স ও বই অনুসরণ করা হয়নি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান/সংগঠন নিজ নিজ উদ্যোগে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ করে দেয়। প্রথম অবস্থায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুদামে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর বই এবং পরে বাজারের ছোট ছোট শিশু শিক্ষা বই নিয়ে শুরু হয় এই পাঠদান কার্যক্রম। এতে প্রায় ১৮,০০০ নারী-পুরুষ টিপসই মুক্ত হয়। এমনকি অনেকে লিখতে, পড়তে ও হিসাব করতে শিখে [illegible] কেন্দ্রগুলো ২/৩ মাস চলার পর শিক্ষা কার্যক্রম কি হবে এবং এর শুরু ও শেষ কোথায় ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রশ্ন আসতে থাকে।

এমতাবস্থায় প্রশাসন থেকে বিভিন্ন এনজিওসহ সরকারের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) এতে সাড়া দেয়। ইনফেপ সর্বসহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করলেও যেহেতু সারা জেলাব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করার মত কোন প্রকল্প সে মুহূর্তে হাতে ছিল না সেহেতু বাস্তবে সাহায্য প্রদানে বিলম্ব ঘটতে থাকে। ৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিশু জরিপ চলাকালীন সময় ইনফেপ-এর নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) খন্দকার শহীদুল ইসলামের সাথে মৌখিক আলাপক্রমে অন্য তহবিল থেকে হাওলাত করে অর্থ নিয়ে ফরম ছাপিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের সহযোগিতায় সারা জেলায় জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। শিক্ষক মন্ডলী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে উক্ত জরিপটি সম্পন্ন করে দেয়। এতে জানা গেল, নিরক্ষরের বিবরণী, গুচ্ছাকারে কেন্দ্র এলাকা, সম্ভাব্য কেন্দ্রের ঠিকানা, কেন্দ্র কমিটির বিবরণীসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য (ফরম ও বিভিন্ন নির্দেশাবলী সংবলিত লিফলেট সংযুক্ত)।

...রিচালক ঢাকা থেকে পাঠালেন বিভিন্ন দল। বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, ...নিসেফ প্রতিনিধি দলসমূহ ও ইনফেপ-এর কর্মকর্তাগণ এ সময় এ জেলার ...ল ও কেন্দ্র পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে জেলার সর্বস্তরের ...র আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

...ল্লেখ্য যে, বিগত খরা মৌসুমে এ জেলার ত্রাণ পরিচালনা কাজে নিয়োজিত ...ন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহজাহান এবং বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এ জেলার ...শিক্ষা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা সবার মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে ...মাদের ধন্য করেন। (পরিদর্শনকারিগণের তালিকা সংযুক্ত)।

গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলা পর্যায়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি, একটি সাধারণ কমিটি ও একটি নির্বাহী কমিটি ছিল। অনুরূপভাবে থানা, ইউনিয়ন ও ব্লক পর্যায়ে ২টি করে কমিটি ছিল। কেন্দ্র পর্যায়ে ছিল কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি। সংশ্লিষ্ট থানার জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য থানা কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

সারা জেলার জরিপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন স্তরের জনগণ কবে, কখন, কিভাবে, সরকারীভাবে গণশিক্ষা চালু করা হবে সে সম্পর্কে জানতে চান। ফেব্রুয়ারী/৯৪ মাসে দেখা গেল, প্রথমবারের মত প্রত্যেকটি থানার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিক্ষার সাথে গণশিক্ষা বিষয়টি সরকার অন্তর্ভুক্ত করে গণশিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু সে মুহূর্তে ইনফেপ হতে সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অন্যদিকে মাঠ গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য তৈরি এবং থানা পর্যায়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকার গণশিক্ষা খাতটি যোগ করে দিয়েছেন। সেহেতু জেলার প্রত্যেকটি থানা পরিষদের সঙ্গে বসে এ কার্যক্রম নিয়মাফিকভাবে শুরু করার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসক হিসাবে আমাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ

> *সরকারের এ মহতি পদক্ষেপকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে দেশের উত্তর জনপদের সবচাইতে অবহেলিত ও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ লালমনিরহাট জেলাবাসী। নয় লক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রায় ২,৬৮,১৩০ জন নিরক্ষরের বোঝা কাঁধে নিয়ে এ জেলাটি প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। মানুষগুলো বাঁচতে চায়। তারা কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত হতে চায়। শিক্ষা গ্রহণে এদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। যদিও অনেকেই এদেরকে অলস বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তারা অলস থাকতে চায় না-চায় তাদের সার্বিক উন্নয়ন।*

ব্যাপারে পুলিশ সুপার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং আমার একনিষ্ঠ নিকটতম সহকর্মিগণের সমর্থন ও সহযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি থানা পরিষদের সাথে একাধিকবার সভা করে, উদ্বুদ্ধ করে থানা পরিষদের উক্ত খাতের অর্থ গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করার জন্য অনুমোদন করা হয়। পৌরসভাও একইভাবে এগিয়ে আসে এবং নিজস্ব রাজস্ব তহবিল হতে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ করে থানা ও পৌরসভা পরিষদের সকল সদস্যবর্গ সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ইনফেপ সেই মুহূর্তে বই ছাড়া কোন অর্থ প্রদান করতে পারেনি। ইনফেপ যেহেতু এই জেলায় পরবর্তীতে সার্বিক গণশিক্ষা চালু করার আশ্বাস প্রদান করে সেহেতু ইনফেপ এবং পরিষদগুলোর মাঝে সমন্বয় রক্ষা করে প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। থানা পরিষদ এবং পৌরসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকা এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। এতে ৪৫টি ব্লক সৃষ্টি হয় এবং মোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫৩টি। কিন্তু পরবর্তীতে থানা পরিষদের অর্থে সংকুলান না হওয়ায় ইনফেপ হতে সদর এবং আদিতমারী থানার ১১০টি কেন্দ্রের জন্য বইসহ সকল উপকরণ সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ফলে থানা পরিষদ এবং পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪৩টি। এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ২৮,৪৬৬ জন।

থানা পরিষদ কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ, উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদিতে অনেকটা বিলম্ব ঘটে। এছাড়া বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির কারণে লেখাপড়ায় অনেকটা বিঘ্ন ঘটলেও উৎসাহী শিক্ষার্থী এলাকার স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক, কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি—

(১১ পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

গণশিক্ষা ঃ লালমনিরহাট

(৯-এর পৃষ্ঠার পর)

ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গণশিক্ষা কার্যক্রম আশাতীত সফলতা অর্জন করে। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

কেন্দ্র শিক্ষক, ব্লক সুপারভাইজার এবং ব্লক সভাপতি ১০০% শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। টিএনও কর্তৃক মনোনীত একজন কলেজ শিক্ষক, থানা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রতিটি কেন্দ্রের ক্রমানুসারে ৬ জন অর্থাৎ কেন্দ্রের ২০% শিক্ষার্থীর বাহ্যিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। এতে ৬০% বা ততোধিক নম্বর অর্জন করে ১ম পর্যায়ের কর্মসূচীতে ৯৬.৯৭% শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থিনী সাফল্য অর্জন করেছে (বিবরণী সংযুক্ত)।

১ম পর্যায়ের ৬ মাস মেয়াদী গণশিক্ষা কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ ৪৫টি ব্লকে কিশোর-কিশোরী শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষা চালু করার জন্য এ জেলার প্রতিটি থানা হতে ৪ জনকে করে মোট ২০ জন বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছে। তারা শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীকে প্রশিক্ষণ দেবেন এবং চলতি মাস থেকে কেন্দ্র চালু করা হবে। ইনফেপ এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

ইনফেপের অর্থানুকূল্যে ৪০১টি বুক এবং ৭,২০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২,২০,৬০০ জন নিরক্ষরকে অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিতীয় পর্যায়ের গণশিক্ষা কর্মসূচীর পাঠদান কার্যক্রম গত ১৮ই জানুয়ারী হতে শুরু করা হয়েছে। পবিত্র রমজানের কারণে ১ মাস ৩ দিন কেন্দ্রগুলো বন্ধ থাকে। ৭ মার্চ থেকে পুনরায় শিক্ষাদান কাজ শুরু করা হয়েছে। আগামী আগষ্ট '৯৫ মাসের মধ্যে পরম করুণাময়ের রহমতে এই জেলা নিরক্ষরমুক্ত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

নিরক্ষরতা মুক্তির পাশাপাশি যাতে সারা জেলায় আর কেহ নিরক্ষর না হতে পারে সে লক্ষ্যে পুরো জেলায় মৌলিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী শিক্ষা এবং গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র চালু করার জন্য ইনফেপ-এর নিকট প্রয়োজনীয় কর্মসূচী উপস্থাপন করা হয়েছে। লালমনিরহাট গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের পেছনে এ জেলার সকল মহল যে প্রশংসনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন তা লালমনিরহাটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে (ইতিহাস পুস্তক তৈরি করা হবে)। বিভিন্ন মহলের প্রাণঢালা সমর্থন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক বাঁধা-বিপত্তি, যেমন— উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহে বিলম্ব, গরীব শিক্ষার্থীদের অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়িতে ও বাইরে উপার্জনের উদ্দেশ্যে গমন, ঈদের ছুটি, বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও এই প্রকল্পের সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রত্যেকের নিরলস শ্রম ও ঐকান্তিকতা এ সফলতা অর্জন ত্বরান্বিত করেছে। শ্রমিকগণ পেটের তাড়নায় শ্রম দেয়ার জন্য কয়েকদিন বাইরে অবস্থান করার পর ফিরে এসে বাড়তি সময় স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের অদম্য বাসনা স্মরণীয় বটে। প্রথম দিকে কিছু পুরুষ শিক্ষার্থীর পড়ালেখার প্রতি অনীহা থাকা সত্ত্বেও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চেয়ারম্যান, সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের প্রচেষ্টা তাদেরকে আগ্রহী করতে সক্ষম হয়।

লালমনিরহাট গণশিক্ষা কার্যক্রম শুধু নিরক্ষরকে শিক্ষিত করেনি। এর ফলে শিক্ষার্থিগণ হয়েছেন সচেতন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরেপড়ার হার গেছে কমে, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নয়নে অদম্য বাসনা তাদেরকে করেছে উৎসাহিত। এর সুদূরপ্রসারি ফল রয়েছে। ইতিমধ্যে এই জেলার বিভিন্ন ব্যাংক, এনজিও তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নব্য শিক্ষিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ শুরু করেছেন। তাই রাকাবসহ সকল ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে এবং আরডিআরএসসহ সকল এনজিও কর্তৃপক্ষকে সর্বোপরি গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ ফাউন্ডেশন এবং ব্র্যাককে জেলাবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। উল্লেখ্য যে, জেলার প্রায় ২ লক্ষ পরিবারের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখিত ব্যাংক, এনজিও ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। দু'একটি ব্লক জরিপ করে দেখা গেছে, ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৭০%। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষা ও সুপারভাইজারী ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি পরিবারকে পরীক্ষা করে কর্ম বাছাইপূর্বক প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং ঐ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারভাইজারী ক্রেডিট সরবরাহের ব্যবস্থা করে পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। উল্লেখ্য যে, এই জেলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নয়নের জন্য যারা দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার উপর এর সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে। অবশ্য তারা সবাই ইতিমধ্যে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকার এই জেলাকে সার্বিক গণশিক্ষার আওতায় গ্রহণ করে জেলাবাসীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) এ কে এম আনিসুর রহমান, ইনফেপ-এর নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব জিল্লুর রশীদ চৌধুরী, মন্ত্রণালয় ও ইনফেপের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সময় মত আদেশ-উপদেশ এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সঠিকভাবে সাহায্য করেছে।